Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ২৮ day of মার্চ, ২০২৪

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১৬৭৩২/২০১৩

অজয় কিশোর হোড় গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ১৮/১১/১৯ খ্রিঃ, ২২/০২/২৪ খ্রিঃ ও ০৭/০৩/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

সানি দাশ ---------------------------- Advocate for Plaintiff/ petitioner

শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)
---------Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তি চন্ডি চরনের ৩ পুত্র যথা আর এস রেকর্ডী রাম চন্দ্র, গৌর চন্দ্র এবং গগন চন্দ্র হোড় এর স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি হয়। উক্ত গগন চন্দ্র মরনে ৩ পুত্র আর. এস. রেকর্ডী নিকুঞ্জ বিহারী শচীন্দ্র

নাথ ও মনিন্দ্র লাল হোড় প্রাপ্ত হয়। উক্ত রাম চন্দ্র, গৌর চন্দ্র, নিকুঞ্জ, শচীন্দ্র ও মনিন্দ্র চন্দ্র হোড় এর নামে আর. এস. ২৩৬৩/ ২৩৬১/ ২৩৬৬/ ২৩৬৮/ ২৩৪৯/ ২৩৬২/ ২৩৫২/ ২৩৫৯ দাগাদির ভূমি আর. এস. খতিয়ানে রেকর্ড হইয়া আর. এস. খতিয়ান প্রচার আছে। উক্ত আর. এস. গৌর চন্দ্র মরণে ৩ পুত্র অরুন বিজয়, শশধর, বিনয় রঞ্জন হোড় ওয়ারিশ হয়। উক্ত অরুন বিজয়, শশধর ও বিনয় রঞ্জন হোড় তাহাদের স্বত্ব তাহাদের জেঠোতো ভ্রাতা আর. এস. রেকর্ডী নিকুঞ্জ বিহারীর বরাবরে অর্পন করিয়া স্থায়ী ভারতে চলিয়া যান। যাহা বি. এস. ৪৬৩ নং খতিয়ানে ভারতবাসী হিসাবে লিপি আছে।

আর. এস. রেকর্ডী রাম চন্দ্র হোড় মরনে ২ পুত্র বনমালী হোড় ও দুলাল হোড় ওয়ারিশ হয়। উক্ত বনমালী ও দুলাল হোড় ও দুলাল হোড় ওয়ারিশ হয়। উক্ত বনমালী ও দুলাল হোড় তাহাদের সমুদয় স্বত্ব তাহাদের জাঠাতো ভ্রাতা নিকুঞ্জ বিহারী হোড় এর বরাবরে ত্যাগ পূর্বক ভারতবাসী হন। আর. এস. রেকর্ডী শচীন্দ্র নাথ হোড় ও মনিন্দ্র হোড় নালিশী দাগাদির আন্দরে তাহাদের প্রাপ্ত সমুদয় ভূমি আপন ভ্রাতা নিকুঞ্জ বিহারীর বরাবরে অর্পণ করিয়া ভারতবাসী হন। উক্ত মতে নিকুঞ্জ বিহারী হোড় নালিশী দাগাদির সম্পূর্ণ ভূমিতে তৎ নিজ ও ভ্রাতাগণ হইতে ওয়ারিশ সূত্রে স্বত্ববান হইয়া ভোগ দখলে থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ২ পুত্র যথা প্রার্থীক অজয় কিশোর হোড় ও অপর পুত্র বিজয় কিশোর হোড় প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিজয় কিশোর হোড় তৎ সমুদয় ভূমি তৎ আপন ভ্রাতা প্রার্থীক অজয় কিশোর হোড় এর বরাবরে ত্যাগ করিয়া স্থায়ী ভাবে ভারতে চলিয়া যায়। বি. এস. ৪৬৩, ৬৬৮, ৬৬৯ নং খতিয়ানে শচীন্দ্র নাথ হোড় গং এর অংশ অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে লিপি হয়। বাংলাদেশ গেজেট শচীন্দ্র নাথ হোড়, বনমালী হোড় ও দুলাল হোড়ের অংশ অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে লিপি আছে। উক্ত জমির পরিমান ২.৫৬ একর হয়। কোন কোন বি. এস. খতিয়ানে আর. এস. রেকর্ডীয় মালিকদের ওয়ারিশানদের নাম ভুল ভাবে লিপি করা হয়েছে। তৎপর প্রার্থীক অজয় কিশোর হোড় গং ভি. পি. মামলা নং- ৭৭/৭৮-৭৯ ইংরেজী মুলে ২৪/১১/৭৮ ইংরেজী তারিখে নালিশী জমি লীজ গ্রহন করতঃ খাজনাদি আদায়ে চাষাবাদে দখলকার নিয়ত থাকে।

বর্তমানে প্রার্থীক ব্যতিত তাহার সহঅংশীদারদের মধ্যে অপর কোন দাবীদার বাংলাদেশে নাই। প্রার্থীক একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কলেজের অধ্যাপক, বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন। হিন্দু দায়ভাগ আইন মতে প্রার্থীক অর্পিত সম্পত্তির মূল মালিকের পরবর্তী ওয়ারিশ বা Reversioner হিসাবে দাবীদার ও বটে। অপর পক্ষে প্রার্থীক উত্তরাধিকার স্বার্থধিকারী এবং Co-sharer in possession হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীক তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার নিমত্ত অত্র মামলা দায়ের করেন।

<u>অত্র মামলার ১-৪নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিম্নরুপ-</u>

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তাহাদের ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত শুরু হলে ভারতে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হইলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারী করে। উক্ত যুদ্ধকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫-১৯৬৯ ইং তারিখের মধ্যে যারা এই দেশ

ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যায় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৭৭/৭৮-৭৯ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **আশীষ কুমার দাশ (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-১- ৮ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১(এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আশীষ কুমার দাশ (Pt.W.1) এবং **কামরুল ইসলাম** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

নালিশী তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রার্থীপক্ষ চন্দনাইশ থানাধীন মাইগাতা মৌজাস্থ আর এস ৫৪২, ১৩৯০/১, ১১৭৫, ১৪৪৭, ১১৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত (০.৬১ + ০.৫২ +০.১১ + ১.৩২) = ২.৫৬ একর ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে ০৮/০১/২০২৪ ইং তারিখে উক্ত তফসিলে সংশোধনক্রমে শুদ্ধ তফসিল প্রদান করেন। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলী অর্পিত সম্পত্তির গেজেট প্রদর্শনী-৫ হতে প্রতীয়মান হয় আর এস ২৩৬৩/২৩৬১/২৩৬৬/২৩৬৮/২৩৬৪/২৩৪৭/২৩৪৯/২৩৬২/২৩৫২/২৩৫৯ নং দাগাদির ভুমি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত করা হয় যাহার এর এস ৫৪২, ১৩৯০, ১১৫৪, ১১৪৭ ও ৪৯১ নং খতিয়ানভুক্ত এবং সামিল বি.এস ৪৬৩, ৬৬৮, ২০, ৫ ও ৬ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তর্কিত গেজেটে নালিশী সম্পত্তির আর এস ও বি এস খতিয়ান ভুল হয়েছে মর্মে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীকপক্ষ নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস খতিয়ান সমূহ দাখিল করেছেন। আর এস ৫৪২ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ হতে পাই যে, উক্ত খতিয়ানের গেজেট বর্নিত আর এস ২৩৬৩ নং দাগের

সম্পত্তির মালিক ছিলেন চন্ডীচরণ হোড়ের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র এবং গগণ চন্দ্র হোড়ের পুত্র নিকুঞ্জু বিহারী গং। আর এস ১৩৯০ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(ক) হতে প্রতীয়মান হয় আর এস ২৩৬১, ২৩৬৬, ২৩৬৮ নং দাগাদির মালিক ছিলেন উক্ত রামচন্দ্র গং। **তবে ২৩৬৪ নং দাগের মালিক ছিলেন দূর্গাচরণ হোড়ের পুত্র সুরেন্দ্র মোহন। আবার আর এস ১১৫৪ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(খ) হতে দেখা যায়, আর এস ২৩৪৭ নং দাগের মালিক ছিলেন প্রসন্ন কুমারী গং ও উপেন্দ্র চন্দ্র গং এবং আর এস ২৩৪৯ নং দাগের ভুমি খরিদসূত্রে মালিক ছিলেন রামচন্দ্র হোড় গং। আর এস ১৪৪৭ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ১(ঘ) হতে দেখা যায় আর এস ২৩৬২ নং দাগের মালিক উক্ত রামচন্দ্র গং ছিলেন। এছাড়া আর এস ৪৯১ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(গ) হতে দৃষ্ট হয় যে, আর এস ২৩৫২ ও ২৩৫৯ নং দাগের মালিক ছিলেন উক্ত রামচন্দ্র হোড় গং। প্রার্থীকপক্ষ আর এস খতিয়ানের উল্লেখিত উক্ত রামচন্দ্র হোড়, গৌরচন্দ্র হোড় ও গগণ চন্দ্র হোড় কে আপন ভ্রাতা দাবি করেছেন। উক্ত আর এস খতিয়ানসমূহ ও ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-৪, ৪(ক) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় তাহারা তিনজনই আপন ভ্রাতা এবং তাদের পিতা চন্ডীহরণ হোড়।**

প্রার্থীকপক্ষ হতে দাখিলীয় বি এস খতিয়ান নং ৪৬৩ , ৬৬৮, ২০, ৫ ও ৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২, ২(ক)-২(ঘ) এবং গেজেট প্রদর্শনী-৫ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গগন চন্দ্রের পুত্র সচিন্দ্র নাথ হোড় ভারতবাসী হন এবং তাহার স্বত্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। একই সাথে রামচরন হোড়ের পুত্র বনমালী হোড় ও দুলাল হোড়ের স্বত্বীয় ভুমিও অর্পিত হয়।

প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, প্রার্থীক অজয় কিশোর হোড় ভারতবাসী সচীন্দ্রনাথ হোড় ও বনমালী হোড়ের উক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হন। আর এস খতিয়ান ও ওয়ারীশ সনদপত্র সমূহ প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী **রাম চন্দ্র ও গৌরচন্দ্র** এবং আর এস রেকর্ডী নিকুঞ্জ বিহারী, সচীন্দ্র নাথ ও মনিন্দ্র নাথের পিতা **গগণ চন্দ্র** পরস্পর আপন ভ্রাতা হন। রাম চন্দ্র মরনে দুই পুত্র বনমালী হোড় ও দুলাল হোড় ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে এবং নিকুঞ্জ বিহারী হোড় মরনে দুই পুত্র অজয় কিশোর হোড় ও বিজয় কিশোর হোড় ওয়ারীশ থাকে। তাদের মধ্যে বিজয় কিশোর ভারতবাসী। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীক অজয় কিশোর হোড় ভারতবাসী সচীন্দ্র হোড়ের আপন ভ্রাতুষ পুত্র এবং অপর ভারতবাসী বনমালী হোড় গং প্রার্থীকের পিতার আপন কাকাতো ভ্রাতা। উক্তরুপ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রার্থীক ভারতবাসীদের অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হওয়া সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

আমারা ইতোমধ্যে দেখেছি যে প্রার্থীকের পিতামহ গগণ চন্দ্র গং তিন ভ্রাতা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে রামচন্দ্রের দুই পুত্র বনমালী হোড় ও দুলাল হোড় ভারতবাসী এবং গৌরচন্দ্রের তিন পুত্র অরুন বিজয় , বিনয় ও শশধর ও ভারতবাসী হন। একমাত্র প্রার্থীকের পিতামহ গগণ চন্দ্র হোড় এদেশে বসবাসরত ছিলেন যাহার তিন পুত্র প্রার্থীকের পিতা নিকুঞ্জ বিহারী, সচীন্দ্র লাল এবং মনিন্দ্র লাল ছিলেন। সচীন্দ্র লাল আবার ভারতবাসী হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীকপক্ষ দাবি করেছে যে প্রার্থীকের কাকা মনিন্দ্র লালের তিন পুত্র রঞ্জিত ,সুজিত ও তড়িত ছিল যাহারা ভারতবাসী হয়েছে। অথচ প্রার্থীকপক্ষ তৎ সমর্থনে কোন দালিলিক

প্রমান বা সাক্ষ্য উপস্থাপন করেননি। এদিকে বি এস ৪৬৩ নং খতিয়ান (প্রদর্শনী-২) দৃষ্টে প্রার্থীকের কাকা মনিন্দ্র লাল ভারতবাসী হননি মর্মে পাওয়া যাচ্ছে। আবার মনিন্দ্রের তিন পুত্র রঞ্জিত গং যে ভারতবাসী তারও কোন সাক্ষ্য প্রমান প্রার্থীকপক্ষ দেখাতে পারেননি। এমতাবস্থায় ভারতবাসীদের অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হওয়া সম্পত্তিতে প্রার্থীক যেমন উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার হন তেমনিভাবে রঞ্জিত গং ও সমানাংশে দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে প্রার্থীকের অপর ভ্রাতা বিজয় কিশোর বর্তমানে ভারতবাসী। তাহার কোন উত্তরাধিকারী বাংলাদেশে বসবাসরত নেই মর্মে পাওয়া গিয়াছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় পেয়েছি যে প্রার্থীক অজয় কিশোর হোড় এবং মনিন্দ্র লালের তিন পুত্র রনজিত, সুজিত ও তড়িৎ নালিশী গেজেটে বর্নিত তফসিলোক্ত ২.৫৬ **একর** সম্পত্তিতে মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীক ও রনজিত গং *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারায় বর্ণিতমতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার উপযুক্ত মালিক শ্রেনীভুক্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু রনজিত গং অত্র মামলায় প্রার্থীক হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নেই সেহেতু তাদের অংশ বাদ দিয়ে তফসিলোক্ত ভুমির অর্ধেক অর্থাত ১.২৮ একর ভুমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রার্থীক হিসাবে না আসলেও অবশিষ্ট ১.২৮ একর ভুমি রনজিত গং তিন ভ্রাতা বরাবর অবমুক্তি দেয়া যেতে পারে। যদি রনজিৎ গং বা তৎ ওয়ারীশ গং এদেশে না বসবাস করে থাকেন সেক্ষেত্রে তাদের অংশীয় ভুমি প্রার্থীক অবমুক্তির দাবি করিতে পারবেন।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রার্থীক আর এস ২৩৪৭ ও ২৩৬৪ দাগের ভুমির দাবিদার হবেন না কেননা উক্ত দাগে ভারতবাসীদের পূর্ববর্তীগণ মালিক ছিলেন না। উক্ত দাগ ভুমি ভুলক্রমে গেজেটভুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় অত্র বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের অনুকুলে আংশিক নিস্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

<u>আদেশ</u>

হয় যে, অত্র মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। দরখাস্ত বর্নিত শুদ্ধ তফসিলোক্ত মাইগাথা মৌজার নালিশী আর এস ৫৪২, ১৩৯০, ১১৫৪, ১১৪৭ ও ৪৯১ নং খতিয়ান অধীন আর এস-২৩৬৩/ ২৩৬১/ ২৩৬৬/ ২৩৬৮/২৩৪৯/ ২৩৬২/ ২৩৫২/ ২৩৫৯ নং দাগ তৎ সামিল বি এস ৪৬৩, ৬৬৮, ২০, ৫ ও ৬ নং খতিয়ানের বি এস ২৭৫১/২৭৪৯/২৭৫২/২৭৫৪/২৭৩৬/২৭৫০/২৭৩৯/২৭৪৬ নং দাগের আন্দরে সর্বমোট গেজেট উল্লেখিত ২.৫৬ একর ভুমির মধ্যে থেকে ১.২৮ একর সম্পত্তি প্রার্থীকের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে

নির্দেশ প্রদান করা হল। ১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।